ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

গবেষণা সিরিজ-১৪

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1367-0

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৯৯
ষষ্ঠ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	ঈমান ও মু'মিন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৮
৬	ঈমান-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কি না	২৯
৭	'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কি না	৪১
৮	ঈমান-এর প্রকৃত সংজ্ঞা	৪৫
৯	মু'মিনের প্রকৃত সংজ্ঞা	৪৬
১০	ঈমান-এর বিষয়বস্তু হিসেবে কালিমা তৈয়্যেবাকে নির্ধারণ করার কারণ	৪৭
১১	'আমল কবুল হওয়ার সাথে ঈমান-এর সম্পর্ক	৫০
১২	ঈমান না থাকলে 'আমল কবুল না হওয়ার কারণ	৫১
১৩	ঈমান-এর পরিধি ও মান হ্রাস-বৃদ্ধি	৫২
১৪	যে পরিমাণ 'আমল করলে মু'মিনের ঈমান-এর দাবি পূরণ হবে	৫৬
১৫	ঈমান আনা, ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ানো এবং 'আমলের সম্পর্কের চলমান চিত্র	৬০
১৬	মানের ভিত্তিতে মু'মিনের প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ ও তার পর্যালোচনা	৬১
১৭	মু'মিনের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ	৬৩
১৮	বিভিন্ন বিভাগের মু'মিন সম্পর্কে কিছু তথ্য	৬৪
১৯	মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদাগত পার্থক্য	৬৬
২০	মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদাগত পার্থক্যের বিষয়ে ভুল ধারণা চালু হওয়ার মূল কারণ ও তার পর্যালোচনা	৬৮

২১	গুনাহ করার সাথে ঈমান-এর দুর্বলতার মাত্রার সম্পর্ক	৭০
২২	কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ	৭১
২৩	গুনাহগার মু'মিন ও কাফিরদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়	৭২
২৪	ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে যা করা যাবে না ও যা করা যাবে	৭৩
২৫	ঈমান ও 'আমলের ওপর ভিত্তি করে মানুষের শ্রেণিবিভাগের চিত্ররূপ	৭৭
২৬	শেষ কথা	৭৮

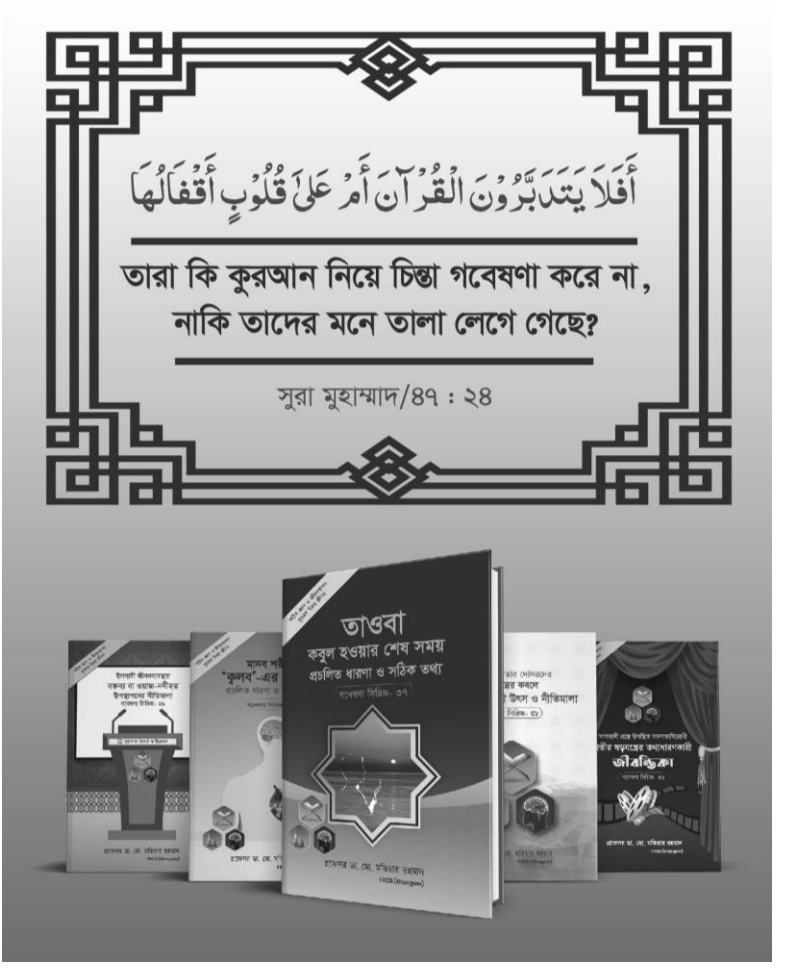

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটি পরিভাষা। প্রত্যেক মু'মিনের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের জন্য এ চারটি পরিভাষার প্রকৃত সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি জানা বিশেষভাবে দরকার। দুঃখের বিষয় এ চারটি পরিভাষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এবং কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যের কারণে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী মানুষও। মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন বুঝের দুর্বলতার কারণে ঈমান-এর যথাযথ কল্যাণ না পেয়ে। আর অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণকারী মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন ঈমান-এর ছায়াতলে আসার সহজ যে সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা তাদের জন্য রেখেছেন তা জানতে না পারার কারণে। পুস্তিকাটিতে ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির চারটি পরিভাষার বিভিন্ন দিক কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায়, বিষয়গুলো মানবসভ্যতার জন্য ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

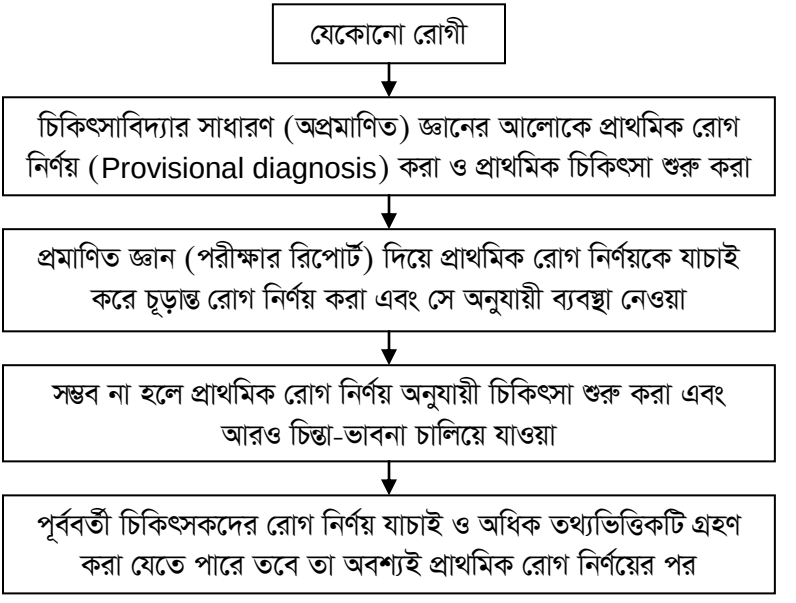

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

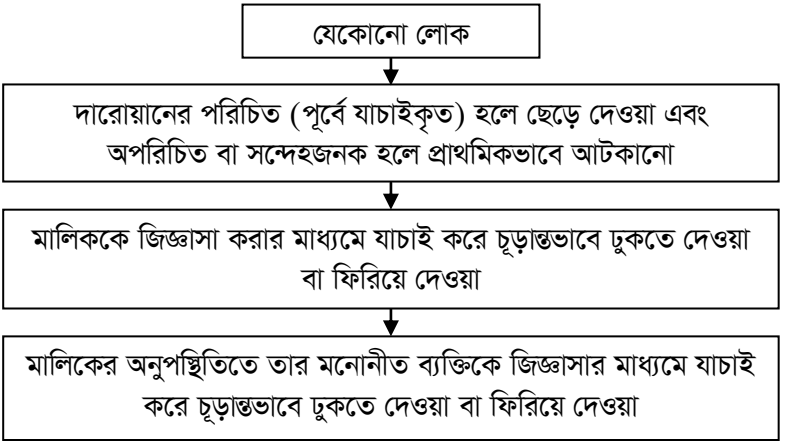

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

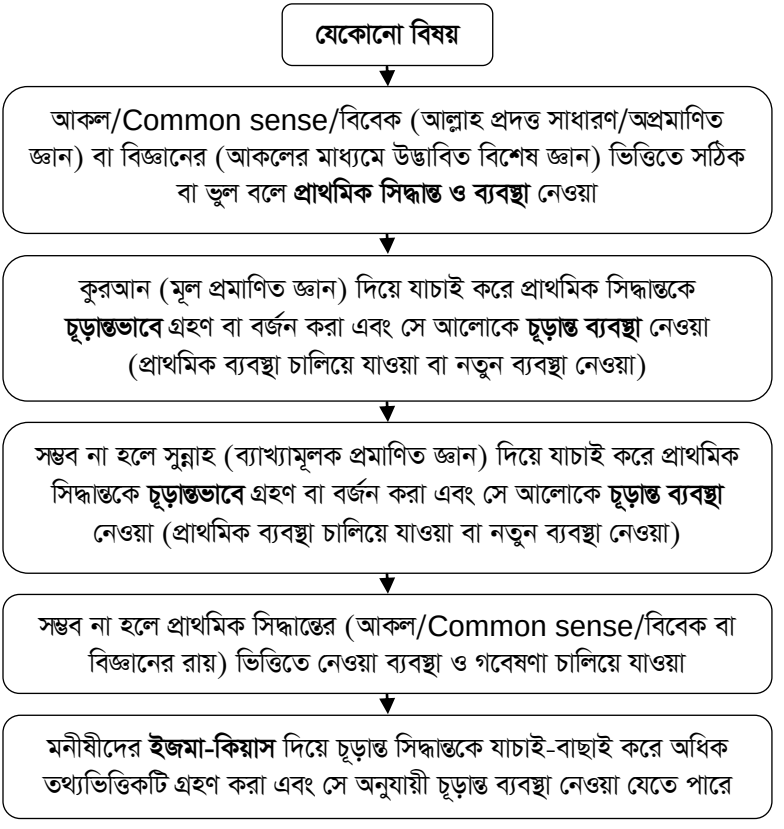

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

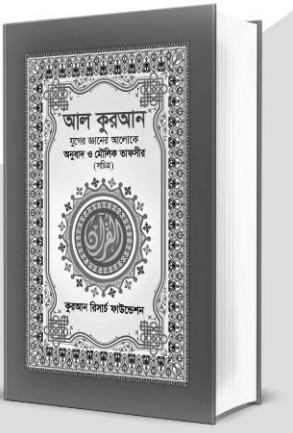

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির ইসলামী জীবন বিধানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটি পরিভাষা। অধিকাংশ মুসলিমের ধারণা ও বাস্তব 'আমল দেখলে সহজেই বাঝা যায়– শব্দ চারটির সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে তাদের ধারণা-বিশ্বাস আর ঐ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/ Common sense/বিবেকের বক্তব্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের আমল এবং তাদের দুনিয়া ও পরকালে শান্তি প্রাপ্তির পথে। অন্যদিকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের জন্য ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়া এবং জান্নাত পাওয়ার যে সহজ ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রেখেছেন তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আর এর চূড়ান্ত ফল হচ্ছে মানবসভ্যতার অশান্তি।

তাই মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মানুষদের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ঐ চারটি বিষয়ের প্রকৃত সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও শ্রেণিবিভাগ মানবসভ্যতার সামনে তুলে ধরা বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

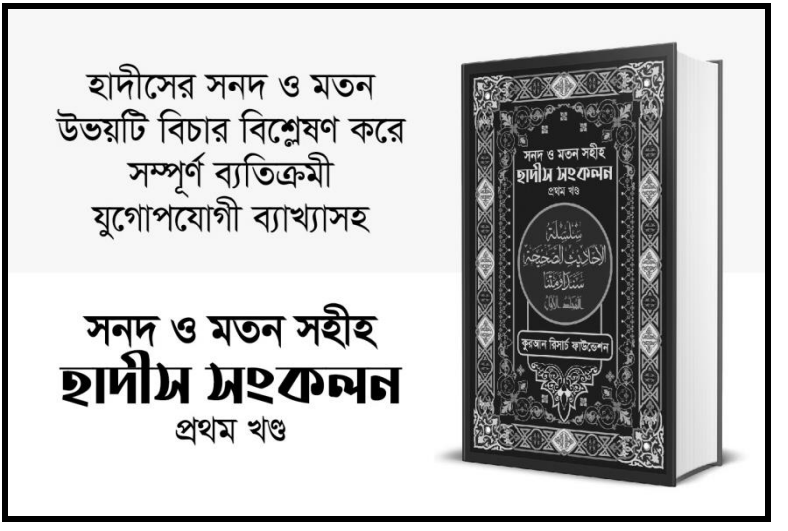

ঈমান ও মু'মিন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

ঈমান ও মু'মিন সম্পর্কে যে সকল ধারণা বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু আছে তা হলো–

ধারণা-১

'ঈমান'-এর সংজ্ঞা হলো–

- 'কালিমা তৈয়্যেবা' মুখে উচ্চারণ করা (اقرار باللسان)
- মনে বিশ্বাস করা (تصديق بالجنان)
- সে অনুযায়ী 'আমল করা (عمل بالاركان)

আর প্রচলিত মতে– মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে কালিমা তৈয়্যেবা মুখে উচ্চারণ করে, মনে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী 'আমল করে। অর্থাৎ প্রচলিত মতে ঈমান ও মু'মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমলও অন্তর্ভুক্ত।

ধারণা-২

বর্তমানে অনেক মুসলিম মনে করেন আল্লাহর কাছে মুসলিমের চেয়ে অধিক প্রিয় হলো মু'মিন।

ধারণা-৩

প্রচলিত মতে মু'মিন, মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিনের মর্যাদার ঊর্ধ্বমাত্রাগত প্রবাহচিত্র হলো–

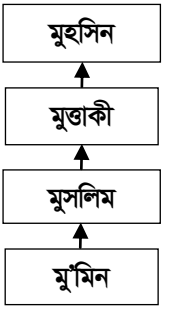

ঈমান-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কি না

বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রচলিত ধারণা হলো 'ঈমান'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত।

আকল/Common sense/বিবেক

এক ব্যক্তির 'আমি একটি বিষয় বিশ্বাস করি' বক্তব্যের ভিত্তিতে যে কথাগুলো সহজে বলা যায়–

- ব্যক্তিটি কোনো একটি জ্ঞান বা বিষয় অন্তরে বিশ্বাস করে।
- জ্ঞান হলো বিশ্বাসের বিষয়বস্তু। তাই জ্ঞান না থাকলে বিশ্বাসের বিষয়বস্তু থাকে না বলে বিশ্বাস গঠিতই হয় না।
- জ্ঞান আছে কিন্তু তাতে যদি বিশ্বাস না থাকে তবে ঐ জ্ঞান ব্যক্তি বাস্তবে প্রয়োগ করবে না। ফলে ঐ জ্ঞানের কল্যাণ সে ও তার সমাজ পাবে না।
- বিশ্বাস বিষয়টির মধ্যে কাজ সরাসরি অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে একটি বিষয় যদি কেউ অন্তরে বিশ্বাস করে তবে সেটি তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী কাজ হলো অন্তরে বিশ্বাস থাকার প্রমাণ।
- বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা হলো ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাসের গভীরতার প্রমাণ।
- ব্যক্তিটি যদি তার বিশ্বাসের দাবি বিরোধী কাজ করতে বাধ্য হয় তবে তার মনে অবশ্যই অনুশোচনা থাকবে। আর ঐ অনুশোচনার গভীরতা হলো তার অন্তরে বিশ্বাসের গভীরতার প্রমাণ।
- ব্যক্তিটি যদি স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনাহীন অবস্থায় তার বিশ্বাসের দাবি বিরোধী কাজ করে তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, সে ঐ বিশ্বাসের বিষয়টিকে অন্তরে লালন করে না।
- 'বিশ্বাস' ও 'কাজ' বিষয় দুটির মধ্যে 'বিশ্বাস' বিষয়টি আগে এবং 'কাজ' বিষয়টি পরে ঘটবে।

আরবী 'ঈমান' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বিশ্বাস। আর 'আমল' শব্দের অর্থ কাজ। তাই, একজন ব্যক্তির 'আমি ঈমান এনেছি' কথার ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে যা বলা যায়–

- ব্যক্তিটি কোনো একটি জ্ঞান বা বিষয়ে অন্তরে ঈমান রাখে।
- জ্ঞান না থাকলে ব্যক্তির ঈমান গঠিতই হবে না।
- জ্ঞান আছে কিন্তু তাতে বিশ্বাস না থাকলে ব্যক্তিটির ঈমান তার বা সমাজের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না।
- যথাযথ 'আমল' ব্যক্তিটির অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।
- আমলের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ব্যক্তিটির অন্তরে থাকা ঈমান-এর গভীরতার প্রমাণ।
- ঈমান-এর দাবি বিরোধী কাজ করতে বাধ্য হলে ব্যক্তিটির অন্তরে অবশ্যই অনুশোচনা থাকবে। আর ঐ অনুশোচনার গভীরতা তার ঈমান-এর গভীরতার প্রমাণ।
- ব্যক্তিটি স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনাহীনভাবে ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করলে প্রমাণিত হবে যে, সে অন্তরে ঈমান আনেনি।
- ব্যক্তিটির ঈমান আনা ও 'আমল করা বিষয় দুটির মধ্যে ঈমান আনা বিষয়টি আগে এবং 'আমল করা বিষয়টি পরে সংঘটিত হয়েছে।

♣♣ তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

১. ঈমান হলো জ্ঞান + বিশ্বাস।
২. ঈমান-এর সংজ্ঞায় 'আমল সরাসরি অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী 'আমল অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।
৩. 'আমলের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা হলো অন্তরে থাকা ঈমান-এর গভীরতার প্রমাণ।
৫. ঈমান-এর দাবিকৃত 'আমল ছাড়তে বাধ্য হলে অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে। আর ঐ অনুশোচনার উপস্থিতি ও মাত্রা অন্তরে ঈমান-এর উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ দেবে ।
৬. স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনাহীনভাবে ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করা অন্তরে ঈমান না থাকার প্রমাণ।
৭. ঈমান আনা বিষয়টি আগে এবং 'আমল করা বিষয়টি পরে সংঘটিত হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

কালের কসম। নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

(সুরা আল আসর/১০৩ : ১-৩)

তথ্য-১.২

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়, তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং দুশ্চিন্তাও নেই।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৭)

তথ্য-১.৩

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.

(তবে) তারা ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। অতঃপর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান।

(সুরা আত ত্বীন/৯৫ : ৬)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আল কুরআনের এ ধরনের অনেক আয়াতে 'ঈমান' ও ' 'আমলে সালেহ' (সৎকাজ/'আমল) কথা দুটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান-এর সংজ্ঞায় 'আমল অন্তর্ভুক্ত থাকলে ' 'আমলে সালেহ' কথাটি মহান আল্লাহ অবশ্যই পৃথকভাবে বলতেন না। তা বললে আরবী জ্ঞান না থাকা অনেক অনারব মুসলিম যেমন 'শবে (রাত) কদরের রাত' বলেন তেমন বলা হয়ে যেত।

তাই এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ঈমান এবং 'আমল দুটি ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ 'ঈমান'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না। ঈমান হবে (নির্দিষ্ট কোনো) জ্ঞান + বিশ্বাস। এ সকল আয়াত থেকে আরো বোঝা যায়, প্রতিদান (পুরস্কার, কল্যাণ, লাভ) পেতে হলে বা ক্ষতি এড়াতে হলে ঈমান এবং 'আমল উভয়টি থাকতে হবে।

তথ্য-২

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ.

তারা কি শুধু অপেক্ষা করে যে– তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে, কিংবা তোমার রব আসবেন কিংবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে? যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন (মৃত্যু বা অন্য আজাব) আসবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি অথবা ঈমান থাকা অবস্থায় (ঈমান আনার পর) কোনো সৎকাজ (নেক 'আমল) করেনি। বলো, তোমরা প্রতীক্ষা করো আমরাও প্রতীক্ষায় থাকলাম।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৫৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– ঈমান আনার পর ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী 'আমল না করে মৃত্যুবরণ করলে সে ঈমান-এর কোনো কল্যাণ (মূল্য) পাওয়া যাবে না। তাই এখান থেকেও বোঝা যায়– 'ঈমান' ও ' 'আমল' দুটি ভিন্ন বিষয় এবং 'ঈমান'-এর কল্যাণ পেতে হলে 'আমল অবশ্যই থাকতে হবে।

তথ্য-৩

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.

মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, আর তাদেরকে (কর্মের মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের (কর্মের মাধ্যমে) অবশ্যই পরীক্ষা করেছিলাম, অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন (ঈমান-এর দাবিতে) কে সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নেবেন কে মিথ্যাবাদী।

(সুরা আল 'আনকাবুত/২৯ : ২, ৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়, ঈমান-এর ঘোষণা দেওয়া ব্যক্তিকে (মু'মিন) ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী 'আমল করে প্রমাণ করতে হবে যে তার ঘোষণাটি সত্য। তাই এ আয়াত থেকে বোঝা যায়– ঈমান-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত নয়। 'আমল হলো অন্তরে ঈমান থাকার (ও তার গভীরতার) প্রমাণ।

তথ্য-৫

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে অমান্য করে শুধুমাত্র বাধ্য হওয়া অবস্থায় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল (তার কোনো গুনাহ নেই)। তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সদর উন্মুক্ত রাখে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ। আর তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে– বাধ্য হয়ে অন্তরে অনুশোচনাসহ কেউ আল্লাহকে তথা কুরআনের বিষয়কে অমান্য করলে তার কোনো অপরাধ ধরা হয় না (যদি তার বাধ্য-বাধ্যকতা ও অনুশোচনার পরিমাণ অমান্য করা বিষয়টির গুরুত্বের সমান হয়)। কিন্তু কেউ যদি স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনা ছাড়া অমান্য করে তবে তার বড়ো গুনাহ হবে। আর এ জন্য তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তাই, এ আয়াত থেকে বোঝা যায়– বাধ্য-বাধকতার (ওজর) কারণে মনে অনুশোচনাসহ ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করলে অন্তরে ঈমান আছে ধরা হয়। অর্থাৎ কাফির (অবিশ্বাসী) হয়ে যায় না।

♣♣ তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ঈমান ও 'আমলের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. 'ঈমান' হলো জ্ঞান + বিশ্বাস।
২. 'ঈমান'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত নয়।
৩. 'আমলের উপস্থিতি, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অন্তরে ঈমান-এর উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ।
৪. 'ঈমান'-এর কল্যাণ পেতে হলে ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী 'আমল থাকতে হবে।
৫. 'আমল ছাড়তে বাধ্য হলে অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে। আর ঐ অনুশোচনার উপস্থিতি ও মাত্রা হবে অন্তরে ঈমান-এর উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ।
৬. স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনাহীন অবস্থায় ঈমান-এর দাবি বিরোধী কাজ করা অন্তরে ঈমান না থাকার প্রমাণ।
৭. ঈমান আনা বিষয়টি আগে এবং 'আমল করা বিষয়টি পরে হবে।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস নং-১

أَخْرَجَ الإِمَامُ أَبُو دَوُد . . . . . عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِي الْقَدَرِ. فَوَفَّقَ اللَّهُ لَنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَاخِلاً فِي الْمَسْجِدِ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَالأَمْرُ أُنُفٌ. فَقَالَ إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَهُمْ بُرَآءُ مِنِّي وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ نَعْرِفُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ **يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ.** فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً . قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ **فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ.** قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ **فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ** قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ : مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ : أَنْ تَلِدَ

الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ .
قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ . قُلْتُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ .

ইমাম আবূ দাউদ রহ. ইয়াহইয়া ইবন ইয়া'মার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবায়দুল্লাহ ইবন মুয়ায রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়া'মার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– বসরাতে সর্বপ্রথম তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি করে মা'বাদ আল-জুহানী। আমি ও হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রহমান আল্-হিমাইয়ারী হাজ্জ অথবা 'উমরাহ করতে গেলাম। আমরা বললাম, যদি আমরা রসুলুল্লাহর স. কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই তাহলে আমরা এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করবো। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রা.-এর সাক্ষাৎ লাভে সাহায্য করলেন, যিনি মাসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। আমি ও আমার সাথি তাঁকে ঘিরে বসলাম। আমি চিন্তা করলাম যে, আমার সাথি কথা বলার দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করবেন। আমি বললাম, হে 'আবদুর রহমানের পিতা! আমাদের এখানে কিছুসংখ্যক লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যারা কুরআন পড়ে, জ্ঞানচর্চাও করে এবং তারা এ মত পোষণ করে যে, তাকদীর বলতে কিছু নেই এবং প্রতিটি বিষয় পূর্বসিদ্ধান্ত ছাড়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটছে। তিনি বললেন, তুমি ঐসব লোকের সাক্ষাৎ পেলে তাদেরকে সংবাদ দেবে যে, আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন আর তারাও আমার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশেষ করে 'আবদুল্লাহ কসম করে বলেন, "তাদের কারো যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা দান করে দেয় তবুও তাকদীরের ওপর ঈমান আনার আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের এ দান কবুল করবেন না।"

অতঃপর তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব রা. আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন– একদা আমরা রসুলুল্লাহর স. কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত ও মিশমিশে কালো চুলধারী এক ব্যক্তি আমাদের কাছে আসলেন। তার মধ্যে ভ্রমণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, আবার আমাদের মধ্যকার কেউ তাকে চিনতেও পারছে না। তিনি রসুলুল্লাহর স. কাছে এসে বসলেন। অতঃপর তাঁর (নবী স.) দুই হাঁটুর সাথে নিজের দুই হাঁটু মিশিয়ে এবং নিজের দুহাত তাঁর উরুর ওপর রেখে বললেন, **হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন।** রসুলুল্লাহ স. বললেন, ইসলাম হলো আপনি সাক্ষ্য দেবেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ স. তাঁর রসুল, সালাত কায়েম করবেন, যাকাত দেবেন, রমযানের

সিয়াম পালন করবেন এবং বাইতুল্লাহ্‌র হাজ্জ করবেন যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন। তিনি ('উমার) বলেন, তার আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম, কারণ তিনি প্রশ্ন করছেন আবার নিজেই তার সমর্থন করছেন। পুনরায় তিনি বলেন, এবার **আমাকে বলুন ঈমান কী?** তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর ওপর, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহে, তাঁর রসুলগণ, পরকাল ও তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস করবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। এবার **আমাকে বলুন ইহসান কী?** তিনি বললেন, আল্লাহর 'ইবাদত এরূপ নিষ্ঠার সাথে করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন। আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে নাও পান তবুও মনে করবেন যে, তিনি আপনাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি বললেন, কিয়ামাত কবে হবে তা আমাকে বলুন। তিনি বললেন, এ বিষয়ে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না। তিনি এবার বললেন, তাহলে কিয়ামাতের নিদর্শনসমূহ বলুন। তিনি বললেন, দাসী আপন মনিবকে জন্ম দেবে এবং নাঙ্গা পা-ওয়ালা বস্ত্রহীন দেহ গরিব মেষ চালকদেরকে দালানকোঠা নিয়ে গর্ব করতে দেখবে। তিনি ('উমার) বলেন, অতঃপর লোকটি চলে গেলেন এবং এরপর আমি তিনদিন কাটালাম। অতঃপর নবী স. আমাকে বললেন, হে 'উমার! তুমি কি জানো, প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, তিনি হচ্ছেন জিবরীল আ., তোমাদেরকে দ্বীন শেখানোর জন্য তোমাদের কাছে এসেছিলেন।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪৬৯৭ ও মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়–

- **ইসলাম হলো–** কালিমা তৈয়্যেবার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা ও হাজ্জ করা। অর্থাৎ কালিমা তৈয়্যেবার প্রতি অন্তরে বিশ্বাস থাকার বিষয়টি মুখে বলার মাধ্যমে মানুষকে জানানো এবং সে বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী 'আমল করা।
- **ঈমান হলো–** আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রসুলগণ, পরকাল এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস করা। এ বিষয়গুলো হলো ঈমান-এর বিশ্বাসের মূল বিষয়।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– ঈমান হলো কালিমা তৈয়্যেবা অন্তরে বিশ্বাস করা। আর ইসলাম হলো– কালিমা তৈয়্যেবা অন্তরে বিশ্বাস করা এবং সে বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী 'আমল করা।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: **مَا الإِيمَانُ؟** قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: **مَا الإِسْلاَمُ؟** قَالَ: الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– একদিন আল্লাহর রসুল স. জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে জিবরাইল আ. এসে জিজ্ঞেস করলেন, **ঈমান কী?** তিনি বললেন, ঈমান হলো– আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর সাথে (কিয়ামতের দিন) সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রসুলগণের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, **ইসলাম কী?** তিনি বললেন, ইসলাম হলো– আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাদানের সিয়াম পালন করবেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَام ابنُ شَيْبَه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي مصنفه حَدَّثَنَا عَفَّان، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالتَّحَلِّي ، وَلا بِالتَّمَنِّي ، إِنَّمَا الإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ.

ইমাম ইবন আবী শায়বা রহ. হাসান আল-বছরী রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আফ্ফান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসান্নাফ' গ্রন্থে লিখেছেন– হাসান

আল-বসরী রহ. বলেন, নিশ্চয় ঈমান সুন্দর অবয়ব এবং মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় নয়। বরং ঈমান হলো মনে বদ্ধমূল হওয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস এবং 'আমল তার সত্যতার প্রমাণ।

- ইবন আবী শায়বা, *আল-মুসান্নাফ*, হাদীস নং- ৩০৯৮৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– ঈমান হলো বিশ্বাস তথা মনের বিষয়। আর 'আমল হলো মনে থাকা ঈমান-এর প্রমাণ।

হাদীস-৩.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

ইমাম আহমাদ রহ. আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসুল স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসুল স. বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, হে রসুল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসুলুল্লাহ স. বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ২২২২০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-৩.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ: إِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَاتُكَ وَسَرَّتْكَ حَسَنَاتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ.

ইমাম বাইহাকী রহ. আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ১৪তম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসুল স.-কে জিজ্ঞেস করলো, ঈমান কী? রসুল

স. বললেন– যখন কোনো খারাপ কাজ তোমাকে কষ্ট দেবে এবং কোনো সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে, তখন তুমি একজন মু'মিন। তিনি (রাবী) জিজ্ঞেস করলেন, গুনাহ (অন্যায়) কী? রসুলুল্লাহ স. বলেন– যে বিষয় তোমার সদরে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), সুতরাং তা ছেড়ে দেবে।

- বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, হাদীস নং-৫৭৪৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আনন্দ ও পীড়া মনের বিষয়। তাই হাদীস দুটির 'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন' অংশ থেকে জানা যায়– ঈমান হলো মনের বিষয়। আর তাই হাদীস দুটি থেকে জানা যায়– ঈমান হলো মনের বিশ্বাস এবং 'আমল হলো মনে থাকা ঈমান-এর প্রমাণ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

ইমাম মুসলিম রহ. তারিক ইবন শিহাব রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তারিক ইবনু শিহাব (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবার হাদীস) থেকে বর্ণিত, মারওয়ান ঈদের দিন সালাতের আগে খুতবা দেওয়ার (বিদ'আতী) প্রথা প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, "খুতবার আগে সালাত (সম্পন্ন করুন)"। মারওয়ান বললেন, এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে **আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. উঠে বললেন, ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দিয়ে**

(প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন মন দিয়ে তা করবে (মনে অনুশোচনা রাখবে ও পরিকল্পনা করবে)। তবে এটা ঈমান-এর দুর্বলতম পরিচায়ক।

- ♦ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-১৮৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষ অংশের আবু সা'ঈদ আল খুদরী রা.-এর বক্তব্য থেকে জানা যায়– সামনে অন্যায় হতে দেখলে প্রত্যেক ঈমান আনা ব্যক্তিকে তা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে হবে। কোনো কারণে সেটি না পারলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। আর কোনো কারণে তাও সম্ভব না হলে মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে ঐ অন্যায় কাজ বন্ধ করার পরিকল্পনা করতে হবে। যে ব্যক্তি এই শেষটিও করবে না তার ঈমান নেই বলে গণ্য হবে। তাই হাদীসটি থেকে বোঝা যায়– ঈমান-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত নয়। 'আমল হলো অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

‘মু’মিন’-এর সংজ্ঞার মধ্যে ‘আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কি না

আকল/Common sense/বিবেক

যে ব্যক্তি ‘ঈমান’ এনেছে তাকে মু’মিন বলে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– ঈমান-এর সংজ্ঞার মধ্যে ‘আমল অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মু’মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যেও ‘আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না।

♣♣ তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– মু’মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যে ‘আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا.

আর যে সৎকাজ করে এবং সে মু’মিন, সে কোনো অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১২)

তথ্য-২

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্যে যে সৎকাজ করবে সে যদি মু’মিন হয় তাকে আমরা নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের কাজের চেয়েও উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) দান করবো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৭)

তথ্য-৩

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ.

সুতরাং যদি কেউ সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন হয়, তাহলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না। আর নিশ্চয় আমরা তার জন্য তা লিখে রাখি।

(সুরা আল আম্বিয়া/২১ : ৯৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আল কুরআনে এ ধরনের অনেক আয়াতে 'মু'মিন' ও ' 'আমলে সালেহ' (সৎকাজ/'আমল) কথা দুটি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত থাকলে ' 'আমলে সালেহ' কথাটি মহান আল্লাহ অবশ্যই আলাদাভাবে বলতেন না।

তাই এ সকল আয়াত থেকে বোঝা যায়, 'মু'মিন' এবং ' 'আমল' দুটি ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না। আয়াতসমূহ থেকে আরো জানা যায়– ঈমান আনা বিষয়টির অবস্থান 'আমল করা বিষয়টির আগে।

♣♣ তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– মু'মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

হাদীস-১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের আলামত/প্রমাণ ৩টি– সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

أخرج الإمام البخاري ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবু হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবু কুরাইব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের নিদর্শন/প্রমাণ তিনটি– যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- বুখারী, *আহ-সহীহ*, হাদীস নং-৩৫৫৪।
- হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং আমানাতের খিয়ানাত করা হলো তিনটি 'আমল। মুনাফিক হলো মুখে ঈমান-এর ঘোষণা দেওয়া কিন্তু অন্তরে ঈমান না আনা ব্যক্তি। অর্থাৎ সে মু'মিন নয়। তাই হাদীসটি অনুযায়ী ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল হলো মুনাফিক হওয়ার প্রমাণ। তাহলে হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী 'আমল হলো মু'মিন হওয়ার প্রমাণ। তাই হাদীসটি অনুযায়ী মু'মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত নয়। 'আমল হলো মু'মিন হওয়ার প্রমাণ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لاَ يَزْنِي العَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

ইমাম বুখারী রহ. ইবনু 'আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন মুসান্না থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, যিনাকারী যখন যিনা করে তখন আর সে মু'মিন থাকে না। চোর যখন চুরি করে তখন সে মু'মিন থাকে না। মদ্যপ যখন মদপান করে তখন সে মু'মিন থাকে না। হত্যাকারী যখন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে সময়ও সে মু'মিন থাকে না। 'ইকরিমাহ রহ. বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম, কীরূপে ঈমান তার থেকে বের করে নেওয়া হবে? তিনি বললেন, এভাবে (একথা বলে) তিনি তার হাতের আঙুলসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে পরে তা

পৃথক করে নিলেন। অতঃপর সে যদি তাওবা করে তাহলে পুনরায় ঈমান তার মধ্যে এভাবে ফিরে আসবে– একথা বলে পুনরায় তিনি দুই হাতের আঙুলসমূহ পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৮০৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী মু'মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত নয়। 'আমল হলো মু'মিন হওয়ার প্রমাণ।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ..... عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ. قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ: شَرُّهُ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম সে মুমিন নয়। তারা (সাহাবীরা) বললো– হে আল্লাহর রসুল! কে সে? তিনি বললেন, ঐ প্রতিবেশী যার পাশের প্রতিবেশী তার 'বাওয়ায়িক' থেকে নিরপদ নয়। সাহাবীরা বললো, হে আল্লাহর রসুল! 'বাওয়ায়িক' কী? তিনি বললেন, তার অনিষ্ট।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৮০৯৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী মু'মিন-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল অন্তর্ভুক্ত নয়। 'আমল হলো মু'মিন হওয়ার প্রমাণ।

ঈমান-এর প্রকৃত সংজ্ঞা

আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতিক্রমে রসুল স. 'ঈমান' নামক বিশ্বাসের জ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে কালিমা তৈয়্যেবাকে নির্দিষ্ট করেছেন। অন্যদিকে ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়ার জন্য কালিমা তৈয়্যেবার মুখে উচ্চারিত রূপটি হলো কালিমা শাহাদাহ। তাই পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে 'ঈমান'-এর সংজ্ঞা ও আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ হবে–

- ঈমান হলো– কালিমা তৈয়্যেবা (জ্ঞান) + (অন্তরে) বিশ্বাস। অর্থাৎ কালিমা তৈয়্যেবাকে ব্যাখ্যাসহ অন্তরে বিশ্বাস করা।
- কালিমা তৈয়্যেবা না থাকলে ঈমান নামক বিশ্বাসের জ্ঞানের বিষয়টি অনুপস্থিত থাকায় ঈমান গঠিতই হয় না।
- কালিমা তৈয়্যেবা আছে কিন্তু তাতে বিশ্বাস নেই– এমনটি হলে ঈমান-এর দাবি তথা কালিমা তৈয়্যেবার শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ হবে না। তাই ঈমান-এর কোনো কল্যাণ ব্যক্তি ও সমাজ পাবে না।
- ঈমান-এর সংজ্ঞায় 'আমল (কাজ) অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী করা 'আমল হলো অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ। আর 'আমলের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার মাত্রা হলো ঈমান-এর গভীরতার প্রমাণ।
- ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করতে বাধ্য হলে অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে। আর অনুশোচনার উপস্থিতি ও গভীরতা হবে অন্তরে ঈমান-এর উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ।
- স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনাহীন অবস্থায় ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করা হবে অন্তরে ঈমান না আনার প্রমাণ।
- ঈমান আনা এবং 'আমল করা বিষয় দুটির মধ্যে ঈমান আনা বিষয়টি আগে এবং 'আমল করা বিষয়টি পরে ঘটবে।

মু'মিনের প্রকৃত সংজ্ঞা

ইসলামে মু'মিন বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে ঈমান এনেছে। তাই আগে আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়–

- মু'মিন হলো সেই ব্যক্তি যে কালিমা তৈয়্যেবাকে ব্যাখ্যাসহ অন্তরে বিশ্বাস করে এবং মুখে তার ঘোষণা দেয়।
- অন্তরের বিশ্বাসই মূল। আর এটিই আল্লাহর দেখার বিষয়। মুখের ঘোষণা ঈমান আনার বিষয়টি অন্য মানুষের জানার জন্য। এটি না হলে ব্যক্তিটিকে আইনগতভাবে মু'মিন ধরা এবং সে অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করা সম্ভব হয় না।
- 'মু'মিন'-এর সংজ্ঞার মধ্যে 'আমল (কাজ) অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি কালিমা তৈয়্যেবাকে অন্তরে বিশ্বাস করে থাকে তবে তার কাজে সেটি অবশ্যই প্রকাশ পাবে।
- ঈমান-এর দাবি তথা কালিমা তৈয়্যেবার শিক্ষা অনুযায়ী 'আমল হলো অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ। আর 'আমলের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা হলো মু'মিনের ঈমান-এর গভীরতার প্রমাণ।
- ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করতে বাধ্য হলে মু'মিনের অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে। আর অনুশোচনা ও তার গভীরতা হবে অন্তরে ঈমান-এর উপস্থিতি এবং গভীরতার প্রমাণ।
- ঈমান-এর দাবি করা ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তথা অনুশোচনাহীন অবস্থায় ঈমান-এর দাবি বিরোধী 'আমল করলে প্রমাণিত হবে সে অন্তর থেকে ঈমান আনেনি। অর্থাৎ এ ধরনের ব্যক্তি মুনাফিক বলে গণ্য হবে।
- ঈমান আনা এবং 'আমল করা বিষয় দুটির মধ্যে ঈমান আনা বিষয়টি আগে এবং 'আমল করা বিষয়টি পরে ঘটবে।

ঈমান-এর বিষয়বস্তু হিসেবে কালিমা তৈয়্যেবাকে নির্ধারণ করার কারণ

আমরা জেনেছি যে, ঈমান-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো কালিমা তৈয়্যেবাকে ব্যাখ্যাসহ অন্তরে বিশ্বাস করা। কালিমাটি–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (এবং) মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রসুল।

কালিমাটি কুরআনে একসাথে নেই। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশ আছে সুরা সাফফাতের ৩৫ নং ও সুরা মুহাম্মাদের ১৯ নং আয়াতে। আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অংশ আছে সুরা ফাতহের ২৯ নং আয়াতে। রসুল স. আল্লাহর অনুমতিক্রমে কুরআনের আয়াতের এ দুটি অংশকে একত্রিত করে ঈমান-এর ঘোষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

তবে ঈমান আনা বলতে প্রকৃতভাবে বোঝায় পুরো কুরআনকে বিশ্বাস করা। এ বিষয়টি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

... ... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫)

অন্যদিকে কুরআন বলেছে রসুল মুহাম্মাদ স.-এর ওপর তথা সুন্নাহর ওপর ঈমান আনতে। তাই প্রকৃতপক্ষে পুরো কুরআনের ওপর ঈমান আনা বলতে পুরো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ঈমান আনাকে বুঝায় ।

প্রশ্ন হলো– ইসলামে ঈমান আনা বলতে যদি পুরো কুরআন ও সুন্নাহর ওপর ঈমান আনা বোঝায় তবে ঈমান-এর বিষয় হিসেবে কালিমা তৈয়্যেবাকে কেন নির্ধারণ করা হলো?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– পুরো কুরআন ও সুন্নার ওপর ঈমান আনতে হলে পুরো কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানার্জন আগে করতে হবে। পুরো কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানার্জন করা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া অনেকের পক্ষে হয়তো তা সম্ভবই হবে না। তাই ইসলাম এমন একটি বিষয়কে ঈমান-এর বিষয়বস্তু হিসেবে নির্ধারণ করেছে যা কুরআন ও সুন্নার সারসংক্ষেপ। সে বিষয়টি হলো কালিমা তৈয়্যেবা। বিষয়টি বোঝা যায়, কালিমা তৈয়্যেবার ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করলে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অংশের ব্যাখ্যা

মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে মুক্তির জন্য সকল নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান দেওয়ার এবং সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা আল্লাহ।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ অংশের ব্যাখ্যা

ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান আল্লাহ তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মুহাম্মাদ স.-কে মাতলু ও গায়ের মাতলু ওহীর (ক্ষুদে বার্তা/SMS) মাধ্যমে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ স. সেগুলো মানুষকে জানিয়েছেন কুরআন ও সুন্নার মাধ্যমে। মুহাম্মাদ স. ঐগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটিই হচ্ছে তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

(কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ)

ব্যাখ্যাটি থেকে সহজে বোঝা যায়– কালিমা তৈয়্যেবা একটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য এবং এটি পুরো কুরআনের সারসংক্ষেপ। অন্যদিকে কালিমাটি যে ব্যাপক অর্থবোধক তা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

اَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصۡلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرۡعُهَا فِى السَّمَآءِ. تُؤۡتِىۡۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيۡنٍۢ بِاِذۡنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضۡرِبُ اللّٰهُ الۡاَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُوۡنَ.

তুমি কি দেখোনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন? কালিমা তৈয়্যেবা হলো একটি উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। তা (কালিমা তৈয়্যেবা) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আল ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'কালিমা তৈয়্যেবা হলো একটি উত্তম গাছ যার মূল সুদৃঢ়' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কালিমা তৈয়্যেবার মূল তথা উৎপত্তিস্থল সুদৃঢ়। কারণ, সে উৎপত্তিস্থল হলো কুরআন ও সুন্নাহ যার সকল তথ্য নির্ভুল।

'যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত' অংশের ব্যাখ্যা– এ কথার মাধ্যমে জানানো হয়েছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কালিমা তৈয়্যেবার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা আছে।

'তা (কালিমা তৈয়্যেবা) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে ফলদান করে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, কালিমা তৈয়্যেবার শিক্ষা বিভিন্নভাবে মানবজীবনে কল্যাণ বয়ে আনে।

‘আমল কবুল হওয়ার সাথে ঈমান-এর সম্পর্ক

ইসলামী জীবনবিধানে ঈমান হলো ‘আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। এ বিষয়টি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

তথ্য-১

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا .

আর যে সৎকাজ করে এবং মু'মিন, সে কোনো অবিচার ও ক্ষতির আশঙ্কা করবে না।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১২)

তথ্য-২

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

পুরুষ কিংবা নারীদের মধ্যে যে সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাকে আমরা নিশ্চয় উত্তম জীবন দান করবো। আর নিশ্চয় আমরা তাদেরকে তাদের কাজের চেয়েও উত্তম পুরস্কার (জান্নাত) দান করবো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৭)

তথ্য-৩

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ .

সুতরাং যদি কেউ সৎকাজ করে এবং সে মু'মিন হয়, তাহলে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য করা হবে না। আর নিশ্চয় আমরা তার জন্য তা লিখে রাখি।

(সুরা আল আম্বিয়া/২১ : ৯৪)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল এবং এ ধরনের আরো অনেক আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, ঈমান না থাকলে ‘আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

ঈমান না থাকলে 'আমল কবুল না হওয়ার কারণ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, ঈমান না থাকলে 'আমল কবুল হয় না। অহরহ এ প্রশ্নটি শোনা যায় বা মানুষের মনে উদয় হয় যে, একজন অমুসলিম তথা ইহুদী, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি ধর্মের ব্যক্তি, যে মানুষের কল্যাণের জন্য অনেক ভালো কাজ করছে, সে শুধু ঈমান না থাকার জন্য কেন জান্নাত পাবে না?

প্রত্যেক ঈমানদারের নিজের মনের প্রশান্তি ও অপরের প্রশ্নের সঠিক ও যুক্তিসংগত উত্তর দেওয়ার জন্য বিষয়টি ভালোভাবে জানা ও বোঝা দরকার।

ঈমান না থাকলে 'আমল কবুল না হওয়ার কারণ–

১. মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ যদি তাদের জ্ঞান দিয়ে জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয়, পারলৌকিক ইত্যাদি দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান তৈরি করে, তবে তাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে।

২. যারা ঈমান আনবে তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে নির্ভুল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এবং তারা ঐ তথ্য ও বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করবে রসুল স.-এর দেখিয়ে দেওয়া নির্ভুল পদ্ধতি অনুযায়ী। ফলে তাদের জীবন সকল দিক দিয়ে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে।

৩. যারা ঈমান আনবে না তারা জীবনের সকল দিকের তথ্য ও বিধি-বিধান গ্রহণ করবে এমন সব উৎস থেকে যাতে অনেক মৌলিক ভুল থাকবে। ফলে তাদের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে শতভাগ ব্যর্থ হবে। কারণ কোনো বিষয়ে মৌলিক একটিও ভুল থাকলে ঐ বিষয়টি শতভাগ (১০০%) ব্যর্থ হয়। এটি আল্লাহর নিজের তৈরি একটি আইন (Natural law)।

ঈমান-এর পরিধি ও মান হ্রাস-বৃদ্ধি

আকল/Common sense/বিবেক

ঈমান হলো– জ্ঞান + (অন্তরে) বিশ্বাস। তাই Common sense অনুযায়ী সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিধি বাড়লে ঈমান-এর পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিধি বাড়লে ঈমান-এর পরিধি ও মান অবশ্যই বাড়বে। যেটি বাড়তে পারে সেটি অবশ্যই কমতেও পারে।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ... ...

নিশ্চয় মু'মিন তারাই যাদের মন আল্লাহর স্মরণের সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। ... ...

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২)

ব্যাখ্যা : ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ ঈমান-এর পরিধি ও মান বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতটিতে বলা হয়েছে– মু'মিনের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা হলে তা শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। কুরআন তিলাওয়াত শুনলে কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। আবার কুরআন পড়লেও কুরআনের জ্ঞান অর্জিত হয়। তাই আয়াতটি অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআন তিলাওয়াত করলে তথা কুরআনের জ্ঞানার্জন করলে ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়বে। যেটি বাড়তে পারে সেটি অবশ্যই কমতে পারে।

তথ্য-২

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.

আর যখনই কোনো সুরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে– এটা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? তবে যারা মু'মিন এটি তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। (সুরা আত তাওবা/৯ : ১২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআন তিলাওয়াত করলে তথা কুরআনের জ্ঞানার্জন করলে ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ে।

তথ্য-৩

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

আর দৃঢ় ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। আরও (নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে। তোমরা কি দেখ না?

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির শিক্ষা এটি নয় যে– শুধু দৃঢ় ঈমানদারদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে। কারণ দৃঢ়বিশ্বাসী, দুর্বল ঈমানদার এমনকি অবিশ্বাসীদের জন্যও ঐ দুই স্থানে শিক্ষা রয়েছে। তাই আয়াত দুটির শিক্ষা হবে– দৃঢ় ঈমানদার হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে।

অতীতে 'দেখা' বলতে বোঝাতো শুধু খালি চোখে দেখা। কিন্তু বর্তমানে 'দেখা' বলতে বোঝায় খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা তথা বৈজ্ঞানিকভাবে দেখা। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন করা।

২১ নং আয়াতে থাকা 'তোমরা কি দেখ না?' বক্তব্যটির উপস্থাপনের ধরন তিরস্কারমূলক। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে পৃথিবী এবং মানবশরীরের ভেতরে থাকা বিষয়সমূহ না দেখার জন্য মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে। যে কাজ না করলে আল্লাহর তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হবে সেটি ইসলামের একটি মৌলিক করণীয় তথা ফরজ বিষয়।

তাই আয়াত দুটির ভিত্তিতে বলা যায়– পৃথিবীর এবং শরীরের ভেতরের বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানার্জন করা ঈমানদারদের জন্য ফরজ। আর এ ফরজ করার একটি প্রধান কারণ হলো ঐ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে তাদের ঈমান-এর পরিধি ও মান বৃদ্ধি পাওয়া।

তথ্য-৪

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ..... ۚ

আর রসুলগণের সংবাদসমূহ থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে দৃঢ় করি। ... ...

(সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল কুরআনে নবী-রসুলগণ ও অন্যান্য মানুষ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো মু'মিনদের মন তথা মনে থাকা ঈমানকে দৃঢ় করা। এটি ঘটে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি ও মান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে।

♣♣ তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ে ও কমে।

ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ানোর উপায়সমূহ : কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস), সাধারণ জ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমরবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির সত্য জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ঈমান-এর পরিধি ও মান কমার উপায় : যেকোনো মিথ্যা জ্ঞান অর্জিত হলে।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী সুন্নাহ (হাদীস)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَام ابنُ مَاجَه فِي سُنَنِهِ ... ... عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আলী ইবন মুহাম্মাদ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, আমরা নবী স.-এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার আগে

ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি, অতঃপর তার মাধ্যমে আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।

- ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৬১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআন শিখলে তথা কুরআনের জ্ঞানার্জন করলে ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... عن ابن عباس و أبي هريرة قالا : الإيمان يزداد وينقص.

ইমাম আল-বাইহাকী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও আবূ হুরায়রা রা.-র বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর আল আশনান রহ. থেকে শুনে তার 'শুয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. ও আবূ হুরায়রা রা. বলেন, ঈমান বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস হয়।

- বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হাদীস নং- ৫৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ে এবং কমে।

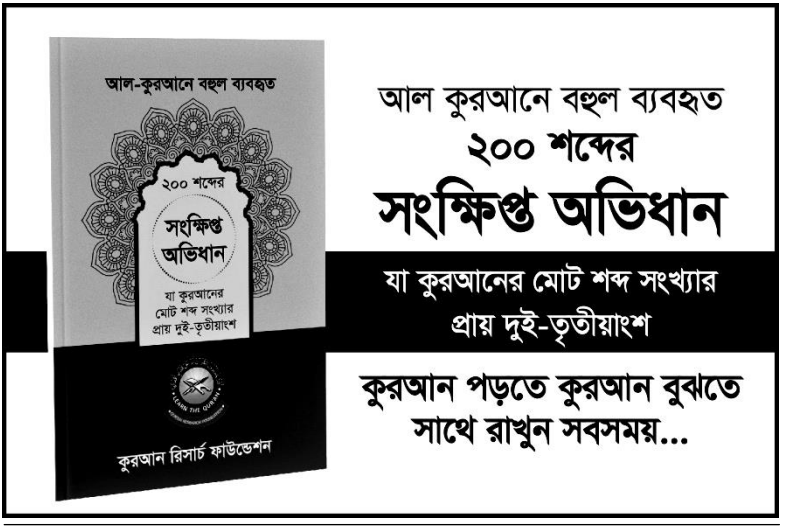

যে পরিমাণ 'আমল করলে
মু'মিনের ঈমান-এর দাবি পূরণ হবে

আকল/Common sense/বিবেক

নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে না জানতে পারার জন্য কোনো ব্যক্তি একটি নিষিদ্ধ কাজ করলে তাকে সেজন্য পাকড়াও করা Common sense বিরোধী।

এটি ঘটা সম্ভব মুসলিম পরিবারের নিরক্ষর মু'মিন বা অমুসলিম পরিবারের গোপন মু'মিনের ক্ষেত্রে। তাই Common sense অনুযায়ী নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি একজন মু'মিন বা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি, সেটি পালন করা তার ঈমান-এর দাবির বাইরে থাকবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি একজন মু'মিন বা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি সেটি পালন করা তার ঈমান-এর দাবির বাইরে।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

... ... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

... ... তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে

লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী মুমিনকে পুরো কুরআনের ওপর ঈমান আনতে হবে। তা না হলে তাকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী মু'মিনকে পুরো কুরআনের ওপর ঈমান আনতে হবে। ঈমান হলো জ্ঞান + মনে বিশ্বাস। আর 'আমল হলো মনে ঈমান থাকার প্রমাণ। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী মু'মিনকে ঈমান-এর দাবি পূরণ করার জন্য পুরো কুরআন জানতে ও মানতে হবে।

তথ্য-১.২

.....وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۗ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.....

... ... রসুল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।... ... ...

(সুরা আল হাশর/৫৯ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি অনুযায়ী মু'মিনকে ঈমান-এর দাবি পূরণ করতে হলে সুন্নাহ জানতে ও মানতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ দুটিসহ আরো আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– মু'মিনকে ঈমান-এর দাবি পূরণ করার জন্য পুরো কুরআন ও সুন্নাহ জানতে ও মানতে হবে।

তথ্য-২.১

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরজ করা হলো যেমন তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা (বিশেষ ধরনের) আল্লাহ-সচেতন মানুষ হতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৩)

তথ্য-২.২

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের জন্য হত্যার ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান বিধিবদ্ধ (ফরজ) করা হলো। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৮)

তথ্য-২.৩

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌র-এর দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(সুরা আল জুমু'য়াহ/৬২ : ৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ তিনটিসহ আরো অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে মদিনায়। তাই যে সকল সাহাবী রসুলুল্লাহ স.-এর মাক্কী জীবনে বা ঐসব আয়াত নাযিল হওয়ার আগে ইন্তেকাল করেছেন তারা আয়াতসমূহে আদেশকৃত 'আমল পালন করতে পারেননি। কিন্তু তাদেরকে এ জন্য পাকড়াও করা হবে না। কারণ, তারা ঐ সকল আয়াতে বলা 'আমলগুলোর কথা জানতেন না।

এ কথাটি আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

... ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

... ... আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার কাছে পৌঁছায়।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ.

আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।

(সুরা আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ.

এটি এজন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত/বে-খবর থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো জুলুমের কাজ করেন না।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা : আল কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের ভিত্তিতে তাই নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে মুসলিম পরিবারের নিরক্ষর মু'মিন বা অমুসলিম পরিবারের গোপন মু'মিন কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি জানতে পারেনি, কুরআন অনুযায়ী সেটি পালন করা তার ঈমান-এর দাবির বাইরে থাকবে।

♣♣ তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করার পরও বা অন্য কোনো বাস্তব কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়টি একজন মু'মিন বা সাধারণ মানুষ জানতে পারেনি সেটি পালন করা তার ঈমান-এর দাবির বাইরে।

তবে কুরআন সুন্নাহর বিষয়গুলো যেন কোনো মানুষের অজানা না থাকে সেজন্য মহান আল্লাহ যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন তা হলো–

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে তাঁর প্রথম নির্দেশ তথা সবচেয়ে বড়ো ফরজ কাজ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।
২. কুরআনের জ্ঞান না থাকাকে সবচেয়ে বড়ো গুনাহ বলে জানিয়ে দিয়েছেন।
৩. দাওয়াতী কাজ তথা জানা বিষয় অপরকে জানানো মু'মিনের জন্য বাধ্যতামূলক করছেন।

ঈমান আনা, ঈমান-এর পরিধি ও মান বাড়ানো এবং 'আমলের সম্পর্কের চলমানচিত্র

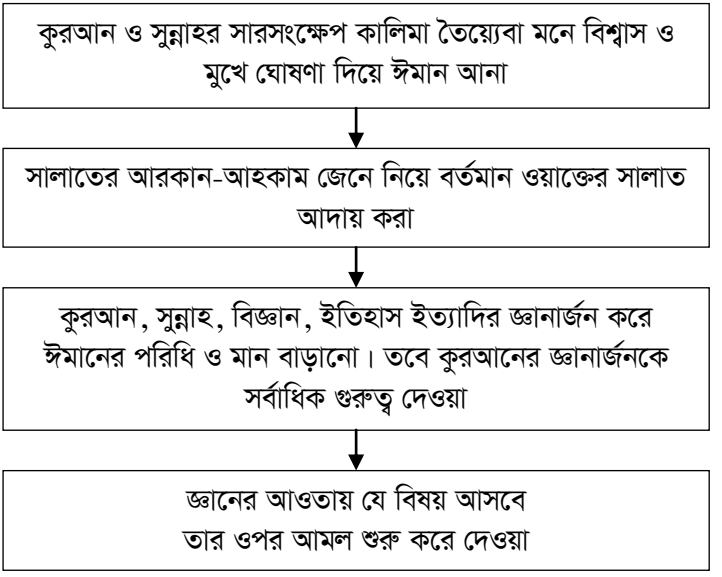

মানের ভিত্তিতে মু'মিনের প্রচলিত শ্রেণিবিভাগ ও তার পর্যালোচনা

মানের ঊর্ধ্বগতির ভিত্তিতে মু'মিনের সবচেয়ে বেশি প্রচারিত শ্রেণিবিভাগের প্রবাহচিত্র হলো–

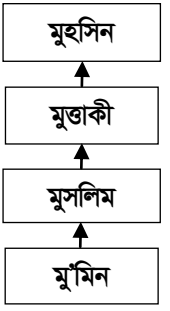

এ শ্রেণিবিভাগের পর্যালোচনা

'তাকওয়া' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হলো আল্লাহ-ভীতি। 'মুত্তাকী' শব্দটির প্রচলিত অর্থ হলো আল্লাহর ভয় থাকা ব্যক্তি। আল্লাহ-ভীতি থাকা মানুষ ততটুকু আল্লাহ তা'য়ালাকে মেনে চলবে যতটুকু না মানলে সে পাকড়াও হবে। অন্যদিকে, আল্লাহর ভালোবাসা থাকা মানুষ আল্লাহর জন্য জীবন দিয়ে দেবে। কিন্তু 'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দ দুটির প্রচলিত অর্থে আল্লাহর ভালোবাসার দিকটি নেই। তাই 'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দ দুটির প্রচলিত অর্থে বিরাট দুর্বলতা আছে।

'তাকওয়া' ও 'মুত্তাকী' শব্দের প্রকৃত অর্থ

'তাকওয়া' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহ-সচেতনতা। আর 'মুত্তাকী' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি। স্বাস্থ্য-সচেতন ব্যক্তি বলতে বোঝায়– স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা ও মানা ব্যক্তি। তাই আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি (মুত্তাকী) বলতে বোঝাবে– আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য (আল্লাহর সত্তা, গুণাগুণ, আদেশ, নিষেধ, প্রদত্ত তথ্য ইত্যাদি) জানা ও মানা ব্যক্তি। আল্লাহ

প্রদত্ত অনেক তথ্য (মানবাধিকার/ন্যায়-অন্যায়/খিদমাতে খালক ধরনের বিষয়) পৃথিবীর সকল মানুষ জানে ও মানে। এর কারণ হলো– ঐ বিষয়গুলো আল্লাহ তা'য়ালা নিজে রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে প্রথমে সকল রূহকে শিখিয়েছেন। অতঃপর তা 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে সকল মানবভ্রূণের ব্রেইনে জ্ঞানের মাইক্রো চিপস্ হিসেবে দিয়ে দিয়েছেন।

তাই 'তাকওয়া' তথা 'আল্লাহ-সচেতনতা' পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে আছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ মুত্তাকী তথা আল্লাহ-সচেতন। তবে তাদের তাকওয়া তথা আল্লাহ-সচেতনতার মাত্রার মধ্যে পার্থক্য আছে।

এ তথ্যটিই আল্লাহ তা'য়ালা পরে আসা আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ... ... ...

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে ব্যক্তি অধিক আল্লাহ-সচেতন।... ... ..

(সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্য কিছু না কিছু 'তাকওয়া' তথা 'আল্লাহ-সচেতনতা' আছে। তবে তার মাত্রা বিভিন্ন।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য' (গবেষণা সিরিজ-৪১) নামক বইটিতে।

মু'মিনের প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিনের শ্রেণিগুলো হলো–

১. ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ–
- প্রকাশ্য মু'মিন
- গোপন মু'মিন

২. 'আমলনামায় গুনাহ থাকা না থাকার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ–
- নেক্কার মু'মিন
- গুনাহগার মু'মিন

৩. নেক্কার মু'মিনের শ্রেণিবিভাগ–
- মুসলিম
- মুহসিন

৪. গুনাহগার মু'মিনের শ্রেণিবিভাগ–
- ছগীরা গুনাহগার মু'মিন
- মধ্যম গুনাহগার মু'মিন
- সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন
- কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহগার মু'মিন

বিভিন্ন বিভাগের মু'মিন সম্পর্কে কিছু তথ্য

প্রকাশ্য মু'মিন

যে মু'মিন প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়। সাধারণত মুসলিম ঘরে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিগণ এ বিভাগে থাকে।

গোপন মু'মিন

যে মু'মিন প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় না। সাধারণত অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিগণ এ বিভাগে থাকে।

বৈশিষ্ট্য

- মনে ঈমান এনেছে কিন্তু ওজরের (বাধ্য-বাধকতা) জন্য মুখে ঘোষণা দেয় না।
- ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে ইসলামের কিছু 'আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না।
- গোপনে ইসলামের অনেক 'আমল পালন করে।

গোপন মু'মিন থাকার প্রমাণ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ... ... ...

ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রেখেছিল সে বললো– তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে আমার রব আল্লাহ। অথচ সে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছে? ... ... (সুরা আল মু'মিন/৪০ : ২৮)

নেক্‌কার মু'মিন

যে মু'মিন জীবনে গুনাহ করেনি বা বর্তমানে যার 'আমলনামায় কোনো গুনাহ নেই (তাওবার মাধ্যমে মাফ করে নিয়েছে)।

মুসলিম

মুসলিম হলো নেককার মু'মিনের সর্বনিম্ন স্তরের ব্যক্তি।

মুসলিম হিসেবে গণ্য হওয়ার উপায়সমূহ

১. নিষ্ঠার দিক দিয়ে সর্বনিম্ন স্তরে থেকে কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে সকল 'আমল পালন করা।

২. নিষ্ঠার গ্রহণযোগ্যতার সর্বনিম্ন স্তরে থেকে কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে এক বা একাধিক 'আমল পালন করা এবং সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ এক বা একাধিক 'আমল ছেড়ে দেওয়া।

মুহসিন

মুহসিন হলো নেককার মু'মিনের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি।

মুহসিন বলে গণ্য হওয়ার উপায়

১. কবুল হওয়ার শর্তগুলো মুসলিমের চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে পূরণ করে সকল 'আমলে সালেহ পালন করা।

২. মুসলিমের চেয়ে অধিক নিষ্ঠা ও নিখুঁতভাবে কবুল হওয়ার শর্তগুলো পূরণ করে এক বা একাধিক 'আমলে সালেহ পালন করা এবং মুসলিমের চেয়ে কম সংখ্যক 'আমল সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছেড়ে দেওয়া।

গুনাহগার মু'মিন

ছগীরা গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের 'আমলনামায় বর্তমানে শুধু ছগীরা (ছোটো) গুনাহ আছে।

মধ্যম গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের 'আমলনামায় বর্তমানে শুধু মধ্যম অথবা মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ আছে।

সাধারণ কবীরা গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের 'আমলনামায় বর্তমানে শুধু সাধারণ কবীরা অথবা সাধারণ কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ আছে।

কুফরীর গুনাহগার মু'মিন

যে মু'মিনের 'আমলনামায় বর্তমানে শুধু কুফরী কবীরা অথবা কুফরী কবীরা, সাধারণ কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ আছে।

মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদাগত পার্থক্য

প্রচলিত ধারণা

বর্তমান অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম এবং অনেক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করেন মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হলো মু'মিন।

প্রকৃত তথ্য

আকল/Common sense/বিবেক

মু'মিন হলো সে ব্যক্তি, যে শুধু মনে ঈমান এনেছে। মুসলিম হলো সেই মু'মিন, যার 'আমলনামায় নেকী আছে, কিন্তু গুনাহ নেই। তাই, Common sense অনুযায়ী সহজে বলা যায়, মুসলিমের মর্যাদা মু'মিনের চেয়ে বেশি।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাই বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– মুসলিমের মর্যাদা মু'মিনের চেয়ে বেশি।

আল কুরআন

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা যথাযথ মানের আল্লাহ-সচেতন হও এবং তোমরা মুসলিম (মুসলিম মানের আল্লাহ-সচেতন) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১০২)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মু'মিনদের মুসলিম মানের আল্লাহ-সচেতন না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ মুসলিম হলো– সর্বনিম্ন স্তরের নেককার মু'মিন। এর চেয়ে নিম্নস্তরের মু'মিন (গুনাহগার মু'মিন) হয়ে মৃত্যুবরণ করলে মু'মিনকে পরকালে কিছু অসুবিধায় পড়তে হবে। সে অসুবিধার একটি হলো 'আমলনামায় থাকা গুনাহ মাফের জন্য অন্যের কাছে গিয়ে তার পক্ষে শাফায়াত করার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে হবে। তাই এ

আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– মু'মিনের চেয়ে মুসলিমের মর্যাদা বেশি। অর্থাৎ মু'মিনের চেয়ে মুসলিম আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

♣♣ তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– মু'মিনের চেয়ে মুসলিমের মর্যাদা বেশি। অর্থাৎ মু'মিনের চেয়ে মুসলিম আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)
শুধু বাংলা

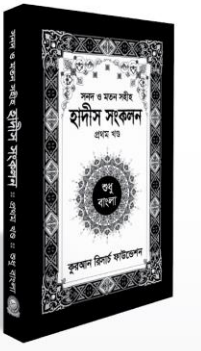

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড
শুধু বাংলা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

মু'মিন ও মুসলিমের মর্যাদাগত পার্থক্যের বিষয়ে ভুল ধারণা চালু হওয়ার মূল কারণ ও তার পর্যালোচনা

মু'মিন ও মুসলিমের মধ্যে কে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় এ বিষয়ে ভুল ধারণা চালু হওয়ার প্রধান কারণ হলো নিম্নের আয়াতটির অসতর্ক অর্থ–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ...

'আসলামনা' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে অর্থ : মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো– আমরা 'আসলামনা' করেছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। ... (সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৪)

আয়াতটির অসতর্ক অর্থ ও তার পর্যালোচনা

কিছু তরজমা বা তাফসীরকারক অসতর্কভাবে 'আসলামনা' শব্দটির অর্থ করেছেন– 'আমরা মুসলিম হয়েছি'। শব্দটির এ অর্থ ধরলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়– 'মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো– আমরা মুসলিম হয়েছি। কারণ, ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি'।

ব্যাখ্যা : আয়াতটির এ অনুবাদ থেকে জানা যায়, ঈমান না এনেও 'মুসলিম' খেতাব পাওয়া যায়। তাই মুসলিমের চেয়ে মু'মিন আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। কিন্তু 'আসলামনা' শব্দটির অর্থ 'আমরা মুসলিম হয়েছি' গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এ অর্থ ধরলে আয়াতটি থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা–

- ওপরে উল্লিখিত সুরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতের সরাসরি বিরোধী।
- আল কুরআনের আরো অনেক আয়াত (সুরা আল বাকারা/২ : ১২৮, ১৩২, সুরা আলে ইমরান/৩ : ৬৭, সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৭৮ ইত্যাদি) থেকে সহজে বোঝা যায় যে, প্রকৃত মুসলিম হতে হলে আগে তার মধ্যে প্রকৃত ঈমান থাকতে হবে।

আয়াতটির সঠিক অর্থ

'আসলামনা' শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ হলো 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি'। শব্দটির এ অর্থ নিলে আয়াতটির অর্থ হয়– মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি বরং তোমরা বলো– 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি। কারণ, ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি।

আয়াতটির এ অর্থের পর্যালোচনা : 'আসলামনা' শব্দটির অর্থ 'আমরা বশ্যতা স্বীকার করেছি' ধরলে আয়াতটির বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসা তথ্য অন্য কোনো আয়াতের বিরোধী হয় না। বরং তা বাস্তবতা ও আয়াতটির শানে নুযুলের সাথেও মিলে যায়।

বাস্তবতা : যেকোনো মতবাদ প্রসারের সময় ক্ষতি এড়ানো বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য সুবিধাবাদী অনেক মানুষ ঐ মতবাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

আয়াতটির শানে নুযুল : ইসলাম প্রসারের সময় কিছু মরুবাসী ক্ষতি এড়ানো বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য মনে ঈমান না এনে শুধু মুখে ঈমান-এর ঘোষণা দিচ্ছিল। ঐ মরুবাসীদের উদ্দেশ্য করেই এ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– তারা প্রকৃতভাবে ঈমান আনেনি। বরং তারা ক্ষতি এড়ানো বা সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করেছে।

গুনাহ করার সাথে ঈমান-এর দুর্বলতার মাত্রার সম্পর্ক

গুনাহের সংজ্ঞা

সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে। আর ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রার ওপর নির্ভর করে ঈমান-এর দুর্বলতার মাত্রা। যার ওজর থাকে তার অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাও থাকে। আর যার ওজর থাকে না তার অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাও থাকে না।

নিষিদ্ধ কাজ বা গুনাহ করা ঈমান-এর দাবির বিপরীত কাজ। তাই, যে নিষিদ্ধ কাজ করে তার ঈমানে দুর্বলতা আছে। আর তাই, নিষিদ্ধ কাজ বা গুনাহর ধরন এবং ওজরের মাত্রার ভিত্তিতে ঈমান-এর দুর্বলতার মাত্রা নির্ধারিত হয় নিম্নরূপে–

বড়ো নিষিদ্ধ কাজ তথা কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে–

১. জীবন বাঁচানোর ওজরসহ কবীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান দৃঢ়।
২. প্রায় জীবন বাঁচানোর ওজরসহ কবীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান সামান্য দুর্বল।
৩. মধ্যম (৫০%) গুরুত্বের ওজরসহ কবীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান মধ্যম মানের দুর্বল।
৪. প্রায় না থাকার মতো ওজরসহ কবীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান ভীষণ (প্রায় ঈমান না থাকার মতো) দুর্বল।
৫. ইচ্ছা করে বা খুশিমনে তথা ওজরহীনভাবে কবীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান নেই।

ছোটো নিষিদ্ধ কাজ তথা ছগীরা গুনাহর ক্ষেত্রে–

১. সামান্য ওজরসহ ছগীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান দৃঢ়।
২. ইচ্ছা করে বা খুশিমনে তথা ওজরহীনভাবে ছগীরা গুনাহকারী মু'মিনের ঈমান নেই।

কাফিরের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

সংজ্ঞা

যে ব্যক্তি মনে ঈমান আনেনি তথা কালিমা তৈয়্যেবার ব্যাখ্যাসহ অর্থটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেনি তাকে কাফির বলে।

শ্রেণিবিভাগ

১. প্রকাশ্য কাফির
   - প্রকাশ্য সাধারণ কাফির
   - প্রকাশ্য তাগুত কাফির

২. গোপন কাফির বা মুনাফিক

প্রকাশ্য সাধারণ কাফির

যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, তারা কালিমা তৈয়্যেবায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু অন্য কেউ ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে চাইলে তাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধাও আসে না। এরা প্রকাশ্য সাধারণ কাফিরের দলভুক্ত। এ সকল কাফেররা ইসলামের জন্য অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর।

প্রকাশ্য তাগুত কাফির

যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, তারা কালিমা তৈয়্যেবায় বিশ্বাস করে না। শুধু তাই নয়, মুসলমানগণ যাতে ইসলাম বিরোধী কাজ করতে বাধ্য হয় বা ইসলামসম্মত কাজ করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইসলামের ক্ষতি করার দিক দিয়ে এ ধরনের কাফিরদের অবস্থান মধ্যম পর্যায়ে।

গোপন কাফির বা মুনাফিক

যারা মুখে তথা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয়, কিন্তু মনে ঈমান আনে না। এরা প্রকাশ্যে লোক দেখানোর জন্য কিছু 'আমলে সালেহ করে, কিন্তু গোপনে ঈমান-এর দাবি বিরোধী অনেক কথা বলে বা কাজ করে। এরা গোপন কাফির বা মুনাফিক এর দলভুক্ত। ইসলামের ক্ষতি করার দিক দিয়ে এরাই বেশি মারাত্মক। কারণ, এরা মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে গোপনে ক্ষতি করে।

গুনাহগার মু'মিন ও কাফিরদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়

ক. গুনাহগার মু'মিনদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়

আল্লাহ তা'য়ালা জানেন মানুষ গুনাহ করবে। তাই তিনি গুনাহ মাফ পাওয়ার অপূর্ব ব্যবস্থা রেখেছেন। গুনাহ মাফ পাওয়ার সে ব্যবস্থাগুলো হলো– তাওবা, নেক 'আমল, দোয়া ও শাফায়াত। নেক 'আমলের মাধ্যমে শুধু ছোটো বা ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। আর তাওবার মাধ্যমে কবীরা, মধ্যম ও ছগীরা সকল গুনাহ মাফ হয়। তবে কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে মাফ হয় না।

তাই গুনাহ করার পর তাওবার মাধ্যমে গুনাহগার মু'মিনের নেককার মু'মিনে রূপান্তরিত হওয়ার বিরাট সুযোগ আল্লাহ তা'য়ালা রেখেছেন। তবে, সে তাওবা করতে হবে গুনাহ করার সাথে সাথে অথবা মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় আগে। অর্থাৎ মৃত্যু আসার এমন সময় আগে– যখন ব্যক্তির জ্ঞান ও ক্ষমতা আছে কিন্তু নিষিদ্ধ কাজ করার সুযোগ আসলেও তাওবার কথা স্মরণ করে সে নিষিদ্ধ কাজ করে না।

খ. কাফিরদের নেককার মু'মিন হওয়ার উপায়

একজন কাফির যদি খালিস নিয়তে ঈমান আনে এবং ঈমান-এর দাবি অনুযায়ী 'আমলে সালেহ শুরু করে তবে তার অতীতের গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং সে নেককার মু'মিন বলে গণ্য হয়। তবে, সে ঈমান মৃত্যুর অন্তত এতটুকু সময় আগে আনতে হবে যখন স্বজ্ঞানে তথা বুঝে-শুনে ঈমান আনা এবং স্বজ্ঞানে ও সক্ষমতায় একটি 'আমলে সালেহ করার অবস্থা তার থাকে।

ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে যা করা যাবে না ও যা করা যাবে

আকল/Common sense/বিবেক

ঈমান মনের বিষয়। আর 'আমল হলো মনে থাকা ঈমান-এর প্রমাণ। আর ঈমান আনা ব্যক্তি ঈমান-এর দাবিকৃত 'আমল শুধু তখনই করবে যখন সে মন থেকে ঈমান আনবে। তাই, কালিমার দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা ইসলামসম্মত না হওয়াই স্বাভাবিক। আর তাই ঈমান-এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে মানুষের কাছে ঈমান-এর দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো–

- ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির স্থান নেই।
- ঈমান-এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشۡدُ مِنَ الۡغَىِّ ... ...

দ্বীনে (ইসলাম গ্রহণ ও শিক্ষাদানে) জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্যকে (সঠিক/নির্ভুল) স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা (ভুল) থেকে। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৫৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির 'দ্বীন তথা ইসলামে জোর-জবরদস্তি নেই' অংশের শিক্ষা হলো– ঈমান গ্রহণ ও ইসলাম শেখানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। আর এর কারণ হলো– জবরদস্তি করে ঈমান গ্রহণ করালে ঈমান-এর দাবিকৃত 'আমল বাস্তবে প্রয়োগ হয় না।

আর আয়াতটির 'অবশ্যই সত্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে মিথ্যা থেকে' অংশের শিক্ষা হলো– কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে জীবন সম্পর্কিত সত্য জ্ঞানকে মিথ্যা জ্ঞান থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে।

আয়াতটির সামগ্রিক শিক্ষা–

১. ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি তথা শক্তি প্রয়োগের স্থান নেই।
২. ঈমান-এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

তথ্য-২

... ... اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

... ... তবে কি তুমি মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে তারা মু'মিন না হওয়া পর্যন্ত!

(সুরা ইউনুস/১০ : ৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতেও রসুল স.-কে উদ্দেশ্য করে সকল মুসলিমকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি করার অনুমতি ইসলামে নেই।

তথ্য-৩

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতো না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ তাদের অধিকাংশই জাহিলি ভাবধারার অনুসারী।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : জাহিলিভাবে চলার অর্থ হলো– আকল/Common sense/ বিবেক তথা যুক্তি ব্যবহার না করে চলা। তাই আয়াতটি অনুযায়ী, যুক্তি কাজে লাগানো ঈমান আনার ব্যাপারে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য-৪

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ

مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ... ...

তিনিই তোমার প্রতি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'। অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ভুল বোঝা-বুঝি ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর ব্যাখ্যা বের করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা এটি বিশ্বাস করি, (কারণ) এ সবই আমাদের রবের কাছ থেকে আসা। ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত হলো সে আয়াত যা ষষ্ঠেন্দ্রিয় তথা যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়। আর অতীন্দ্রিয় আয়াত হলো সে সব আয়াত, যার বক্তব্যের প্রকৃত অবস্থা মানুষের ষষ্ঠেন্দ্রিয় তথা যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। আল কুরআনে উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় বিষয় মাত্র কয়েকটি। যেমন– জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আরশ, হুর, গেলমান ইত্যাদি। আয়াতটি অনুযায়ী কুরআন তথা ইসলামে যুক্তির বাইরের বিষয় মাত্র কয়েকটি।

আয়াতটির **'আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা অতীন্দ্রিয় আয়াত বিশ্বাস করি। কারণ, এসবই আমাদের রবের কাছ থেকে আগত'** অংশের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় আয়াতের বক্তব্য মেনে নেওয়ার বিষয়ে একটি শক্তিশালী যুক্তি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুক্তিটি হলো– আল কুরআনের অল্প কয়েকটি ছাড়া সকল আয়াত যখন যৌক্তিক, তখন ঐ অল্প কয়েকটি আয়াতও যৌক্তিক।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, 'ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে যা করা যাবে না ও যাবে' বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র বা নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

- ঈমান গ্রহণ করানোর ব্যাপারে জোর-জবরদস্তির স্থান নেই।
- ঈমান-এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে মানুষকে ঈমান গ্রহণ করানোর চেষ্টা করতে হবে।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ..... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. আবূ উমামা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ উমামা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসুল স.-কে জিজ্ঞেস করলো– ঈমান কী? রসুল স. বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করলো– হে রসুল স.! গুনাহ (অন্যায়) কী? মহানবী স. বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ২২০৬৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ

ব্যাখ্যা : মন আনন্দ পায় যৌক্তিক বিষয়ে। মন কষ্ট পায় অযৌক্তিক বিষয়ে। হাদীসটির ভিত্তিতে তাই বলা যায়– অযৌক্তিক বিষয় ইসলামে নিষিদ্ধ।

ঈমান ও 'আমলের ওপর ভিত্তি করে মানুষের শ্রেণিবিভাগের চিত্ররূপ

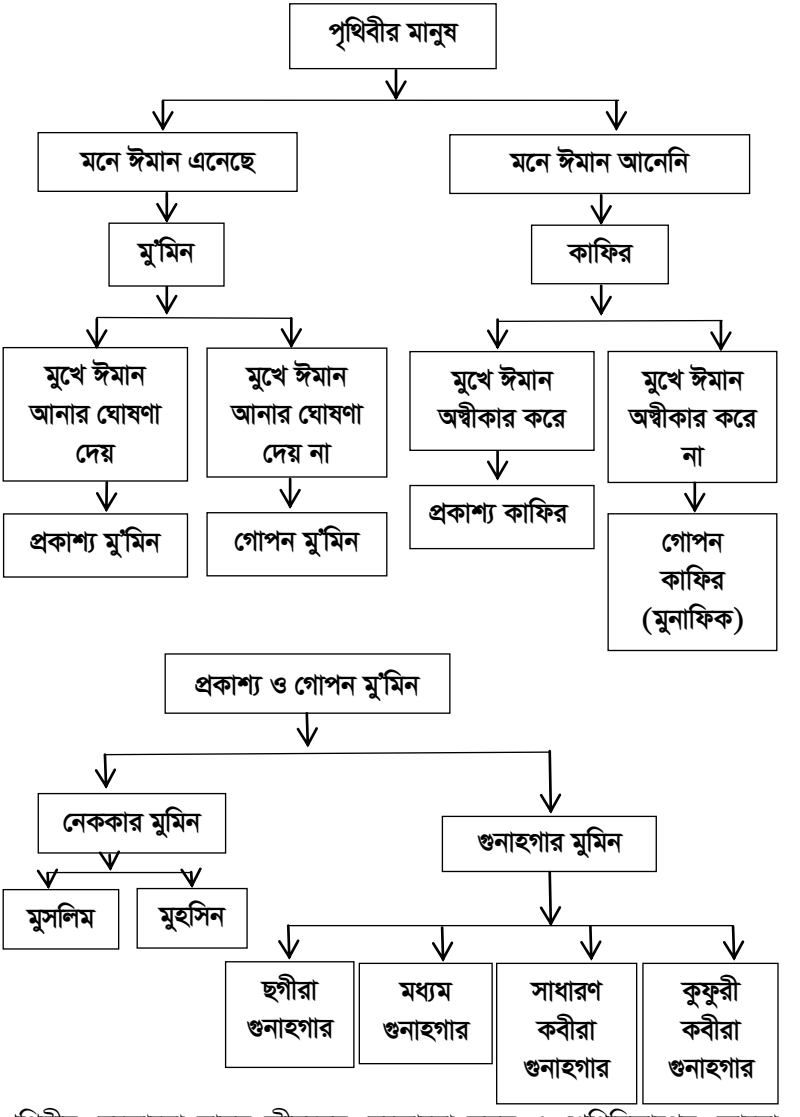

পৃথিবীর যেকোনো মানুষ জীবনের যেকোনো সময় এ শ্রেণিবিভাগের কোনো একটি স্থানে অবস্থান করবে।

শেষ কথা

ঈমান, 'আমল, ওজর, অনুশোচনা, উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন-হাদীস সমর্থিত ও সহজ বোধগম্য তথ্যসমূহ বর্তমান মুসলিম সমাজে তেমন নেই। এর ফলস্বরূপ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে সাওয়াব, গুনাহ, তাওবা, মু'মিন, মুসলিম, ফাসিক, কাফির, ঈমান থাকলে পরকালে জান্নাত পাওয়া না পাওয়া, শাফায়াতের মাধ্যমে পরকালে জান্নাত পাওয়া না পাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নানারকম জাতি বিধ্বংসী ধারণা বিদ্যমান। আশা করি, পুস্তিকাটি ঐ সকল বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাসমূহ দূর করে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর আলোকে প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে আগ্রহী বিবেকসম্পন্ন মুসলমানদের উপকারে আসবে।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিকভাবে ইসলামকে জানা, বোঝা ও 'আমল করার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালে শান্তিতে থাকার তাওফিক দান করুন।

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের ৪২টি বই

সাথে ২টা বই একদম ফ্রি !

ডেলিভারি চার্জসহ **১৮০০** টাকা মাত্র

দেশের যেকোনো প্রান্তে ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০, ০১৯৪৪ ৪১১৫৫৮, ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

For Online Order : **www.shop.qrfbd.org**